সূচীপত্র

কাঞ্চনজঙঘা

কাঞ্চনজঙঘা তোমায় দেখেছি আমি বহুভাবে
কখনও দূরের সমতলে, কখনও শৈলশিখরে
সমতল থেকে তুমি বহু পর্বত দিগন্তে
এক রূপালী তুষার শুভ্র পর্বতশৃঙ্গ; বিশালতায়
আনে বিস্ময়--- আর উচ্চতায় সম্ভ্রম জাগায়।

সমতল থেকে কোন দ্রুতগামী যানে
ক্রমশঃ প্রবেশি তব পর্বতরাজ্যে,
দৃষ্টি যবে যান হ'তে ধায় বহুদূরে—
রঙিন মেঘের রাশি যেন ভ্রমে
শূন্যতায় কল্পনায় আনে এক স্বর্গের দেশ
(মনে ভাবি) বাস্তবের ক্ষুদ্রতায় স্বর্গীয় আবেশঃ
আজি হ'তে বহু যুগ যুগান্তর থেকে
মানব কল্পনায় এই স্বর্গরাজ্য আসে।

হেথায় আছে সে দেশ বৈকুণ্ঠ কৈলাস
পর্বত কন্দরে কত মুনি ঋষি বাস,
হেথা কত ঝর্নার কলধ্বনি শুনি
পর্বত গাত্রে কত অজানা অরণ্যানী;
যেথা অবিরাম মেঘরাশি ভ্রমি অবশেষে
পর্বত গাত্র থেকে শূন্যতায় ভাসে—
কোথাও আশ্রয় নেয় পর্বতের ক্রোড়ে
অনন্ত সৃষ্টির বাণী জানায় আমারে।

কিন্তু নিশাকালে যবে ভ্রমি পর্বতরাজ্যে
দ্রুতগামী যানে চড়ি যাই স্থানান্তরে—
পথের আলোতে দেখি বৃক্ষরাজি ভারে
একে একে পর্বতের শৃঙ্গ যত পড়ে;
বিশালতার স্তব্ধতায় গম্ভীরতা আনে

আরও এক বিস্ময়বোধ জাগে মোর প্রাণে।

প্রত্যুষে উঠিয়া আমি যাই অবশেষে
যানে চড়ি যেই শৃঙ্গে উঠে সব লোকে
হেরিবার তরে তব মনোহর রূপ
জুড়াইতে দৃষ্টি মম হেরি তৰ এক রূপ।
প্রতীক্ষায় থাকি আমি থাকে সব লোকে
অধীর আগ্রহে, যথা তব পর্বতগাত্রে
প্রভাত সময়ে যথা সুরপতি সৌরলোকে
হৈম সিংহাসনে যবে অভিষেক করে।

অবশেষে দেখি আমি অপূর্ব সে রূপ
আলোর সমুদ্র যেথায় অতি প্রকটিত
মনে পড়ে হেথা সেই রূপ কথার দেশ
কভুবা পীতাভ, লাল কোথাও কমলা
কোথাও গৈরিক, আর কোথাও সোনালী
সপ্তরঙ যেন হেথা স প্ত অশ্বরূপে
প্রকাশি বিচিত্রভাবে বিভিন্ন সে রূ পে
কোথাও ভাতিছে এবে রামধনুরূপে।
অনিমেষ দেখি আমি অবাক বিস্ময়ে
অকস্মাৎ আর্বিভূত রক্তিম অরুণ
রঙের সমুদ্র হ'তে হঠাৎ উল্লম্ফনে
অচিরাৎ স্থির হয় নীল মহাকাশে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা— তব রজত শুভ্র শৃঙ্গ
প্রভাত অরুণ যাহা রাঙায়েছে তব
হেন রূপ দেখি আমি ভাবি অবিরত
কবি কল্পনায় তুমি বহু আলোড়িত
তব রূপ দেখি আমি নমি বিধাতারে
তাহার আশ্চর্য্য সৃষ্টির এ বিশ্ব মাঝারে।

কবির অঙ্গীকার

(বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের উদ্দেশ্যে)

(ওরে) বিদ্রোহ, বিদ্রোহী, চির বিদ্রোহের গান
এনেছে বিপ্লবী শপথের বান;
একটি নাম,
নজরুল ইসলাম।

তুমি চির বিদ্রোহী, আপনারে ছাড়া কাহারে
করনা কুর্নিশ,

বিশ্বত্রাস তুমি অত্যাচারীর, নাশিতে তাহারে
রচিয়াছ তব অন্তিম বন্দিশ।

এই বাংলা শুনিয়াছে আগে তব বিপ্লব গান
মরমে তাহার পশিয়াছে তব প্রথম অমর গান;
শত শহীদের রক্ত শপথে জানায়েছ সন্মান
হুঁশিয়ারী তব বিদেশী শাসকে অন্তিম ফরমান
পরাধীনতার গ্লানিকে রুধিতে শেকল ছেঁড়ার গান
বাজায়েছ তব বিচিত্র বীণা, অগ্নিবীণার তান।

সেই সংগীত আজও মোর প্রাণে—
আজও হিল্লোল তোলে তব গান
শিহরিয়া ওঠে মোর মন, প্রাণ
আজও বিচিত্র সুরে,
বিপ্লব সংগীতে।

দেশ, কাল, জাতি কর নিকো ভেদ
উঁচু, নীচু, ছোট কেউ নহে হীনমান
সকলের তরে তব সংগীত—
গাও সাম্যের গান।

তবু মোর প্রাণ কেঁদে ওঠে আজও
ক্ষুধাতুর শিশু কাঁদে অবিরত,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ আজও উদ্ধত;
তবে নাম লয়ে প্রতিবাদে মোরা
হব সমুন্নত।

জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ করি
আজি বিচ্ছিন্নতার হীন বুদ্ধি ধরি
দেশ জননীকে দূর্বল করি
স্ফীতকায় যারা হয়
দেশের শত্রু সে ধড়িবাজ প্রতি
মম সাবধান বাণী রয়।
আজি প্রতিজ্ঞা ঐক্যের, বিচ্ছিন্নতা কভু নয়
মন্ত্রসাধনে শরীর পতনে সে প্রতিজ্ঞা যেন রয়।

আমি যে দেখেছি হিংস্র দানব·
করাল দংষ্ট্রা করি প্রসারণ
আজি মরুভূমে করে আগ্রাসন---
নিখিল মানবে অবহেলা করি
ঘটে সে আক্রমণ, সকল অনুক্ষণ।

ন্যায়ের বিধান স্থাপিতেএ ধরণীতে
আসিয়াছে বীর, কবিও যত
মহান পুরুষ, দেশপ্রেমী কত,
তাহাদের মাঝে তুমি যে অমর
বিদ্রোহী নজরুল,
বিদ্রোহী নজরুল।

আজিও আমি যে বুঝিনু এ স্থির
লভিয়া চেতনা করি উচ্চ শির,
প্রতিবাদে হব আমিও মুখর
ন্যায়ের লাগিয়া অন্যায় নাশিতে
রেখে যাব নাম, এ ধরণীতে।

আশা

জীবন নদীর স্রোত বয়ে যায় অবিরাম
কালগর্ভে হয় সে বিলীন
মনের গহনে কত বেড়ে ওঠে আশাস্বপ্ন
অবহেলে হয় সে মলিন।

বহুদিন অতিক্রান্ত, ক্লান্ত মোর হ'ল প্রাণ মন
তাই আমি বাঁধিনু এ মন, অবশেষে হ'ল এই পণ-
বৃথা কাল হবে না কি শেষ?
কভু নয়, সৃষ্টি মোর রেখে যাবে কালাতীত রেশ।

পর্বত শিখর দেশ, গোমুখীর উৎস মুখ হ'তে
বার হয় স্রোতস্বিনী, বহু বিঘ্ন থাকে সেই পথে
জয় করে বিঘ্ন রাশি, প্রবাহিত হয় সমতলে
গড়ে ওঠে জনপদ, সভ্যতার সৃষ্টি সেই পলে।
অবশেষে মিলিত সে সুবিশাল জলরাশি কোলে।

সেইরূপে বঙ্গভাষা ক'রে আন্দোলিত
প্রবাহিত হব আমি, এ বঙ্গ ভূমে
তাই আজি প্রার্থী আমি, তব সৃষ্টি মাঝে
সুবিশাল তুমি তাই বিশ্বকবি সাজে।

না পারি হেরিতে যথা সুবিশাল জলধির সীমা
সৃষ্টি তব সুমহান, সুবৃহৎ তার পরিসীমা।

আজি প্রার্থনা তাই বীণাপানি কাছে
রেখো মনে তব এ অধম সন্তানে—
তব বর লয়ে জিনিব আমি যে
লভিব রত্ন এ বঙ্গ মাঝে,
রাঙায়ে তুলিব নূতন সূর্য
নূতন দিন এ বিশ্ব মাঝে।

শতবর্ষ পরে
(কবি জীবনানন্দ দাসের উদ্দেশ্যে)

তোমার সময় হ'তে শতবর্ষ পরে
কোনও এক তারা ভরা রাতে
আমি তোমাকেই খুঁজি—
অথবা হেমন্ত গোধূলিতে
এ পৃথিবীর নির্জনতায়
আম, জাম, নারিকেল,
শিশুগাছ, হিজলের ছায়াঘন
বনানীর ফাঁকে, মনে পড়ে
নির্জনতার সেই কবিকে।

অথবা সন্ধ্যার অন্ধকারে
কোনও এক জোছনার রাতে—
দ্বাদশীর চাঁদ যেন উঁকি দেয়
পড়শীর বাগানের ফাঁকে;
মনে হয় জীবনের রূঢ়তায়
এ পৃথিবীর সব কিছু হয়নিকো
শেষ, সোনার স্বপ্নের সাধ
এ পৃথিবীতে আজও বুঝি আছে।

আজিও আছে যে বেঁচে এই বাংলার
মাঠে ঘাটে, ধানসিঁড়ি নদীটির ধারে;
আছে চিল, লক্ষ্মী পেঁচা, কালীদহ পারে—
ঘাই হরিণীর মতো আরও কত কিছু,
আছে মাছরাঙা এই বাংলার আকাশেতে,
ক্লান্ত প্রাণ খোঁজে কোনও বনলতা সেন
জুড়াতে মনের খেদ, চায় শান্তির আবেশ।

আজ প্রেমহীন চারিদিকে মহা কোলাহল

তাই সশব্দ ঘোষণা যেন প্রেমরূপ ধরে,
এই মহানগরীর কল্লোলিত জন কোলাহল
শিল্পে, সাহিত্যে·শুধু প্রেম খুঁজে ফেরে!
হায়! এইভাবে একদিন কলকাতা
কল্লোলিনী তিলোত্ত মা হবে?

রূপসী বাংলার কবি, তাই নির্জনতা
ভালো। যেন প্রেম লাগে
সেই হৃদয়ে; বিপন্ন বিস্ময়
যেথা বক্ষ মাঝে বাজে।

সুনয়নী ও মৃগদল

তখন নিদাঘ সময়ে অকস্মাৎ বারিধারা,
বিদায় আসন্ন জেনে রৌদ্র করোজ্জ্বল
দিনের; বিদ্যুৎ চমক আর কৃষ্ণমেঘ
সমারোহে জলপান রত সব হরিণ আর
হরিণীরা ধায় নিরাপদ আশ্রয়ে
মৃগদল ধায় নিজ আশ্রয় স্থলে বনাঞ্চলে
বিদ্যুৎ চমক হেনে দীঘি পাড় হ'তে
দ্রুতবেগে সুনয়নী ধায় নিজবাসে
আঁখি তার মৃগসম যেন মৃগনয়না
শ্রাবণের মেঘ সম কেশ দাম তার
অবিরাম বারিধারা বহিবার ভার।

আবার দেখেছি তারে প্রভাত সময়ে
আটটা ন'টার সূর্য উজ্জ্বল কিরণে
উদ্ভাসিত মুখ তার অরুণ বিকিরণে
আবেশ ছড়ানো যেন সে মায়া আননে।

আলো ছায়া মেঘ মায়া শ্রাবণের দান
রোদ বৃষ্টি ভালোবাসা প্রকৃতির গান
এরই মাঝে দেখা দেয় রামধনু রঙ
অপার ঐশ্বর্য্য তার নিসর্গের দান।

কখনও দেখেছি তারে অপরূপ সাজে
যেন বারিধারা সমাপিত সদ্য প্রস্ফুটিত
কমলের মতো, মুখে তার মৃদু হাসি
বলেছে সে, ভাবনা কিসের লাগি
জীবন নয় যে শুধু বিষাদের লাগি
দুঃখ সুখ হাসি রাশি রয়েছে যে মিশে
অনন্ত জীবন মাঝে রয়েছে পাশাপাশি।

কোথায় পাবো তারে·

বহুতল বাড়ির ফাঁকে পড়ে থাকা
কোনও এক পড়শির বাগানে
ছায়াঘন আম জাম হিজলের
বনবীথি তলে—
সুপারির সারি মাঝে শিশুগাছ দোলে,
পল্লবে পল্লবে হিন্দোল তোলে
যেন ফাগুনের অভিষেক ছোট এই বনে।

অথবা ছুটে যাওয়া কিশোরীর ওই রাঙা মুখে,
রাজপথে কোলাহলে দলবদ্ধ কিশোরের দ্রুত প্রস্থানে-
আবীর রাঙানো মুখ বহুতর রঙ পরিধানে;
বুঝি ফাগুন লেগেছে এইখানে।

কিংবা দেখেছি আমি রাজপথ ধারে
আবীর রাঙানো দিনে উৎসব সাজে,
দেখেছি মেলার হাটে বহুজন সমাগম মাঝে
পুতুল নাচের ইতিকথা।

দখিনা হাওয়ার টানে পল্লব গুঞ্জন মাঝে
শিহরি উঠি যে আমি অবসর মধ্যাহ্ন কালে,
জেগে ওঠে মোর গান হৃদয়ে বিরাজে।

তবুও মনের গভীরতর কোণে আজও কেন বাজে
কিছু সংশয়, প্রশ্ন, বিশ্বাস ও·সম্পর্কের কথা;
হানাহানি কেন আমাদের মাঝে ছদ্ম সম্পর্কের ব্যথা।
বিপন্ন বিস্ময় কেন বক্ষ মাঝে কাঁদে?
ক্ষুদ্র স্বার্থহীন বুদ্ধি কেন আজি উদ্ধত,
পলে পলে যেন আত্মাকে করে অপমানিত।

তবুও ভুলি না আমি— আমাদের মাঝে আছে
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এইসব মহাপুরুষ ও অবতার;
মহাপ্লাবনে বিধৌত করে বহুযুগ কালের গ্লানিমার
আবার হবে যে শুরু, শেষ হবে এই কালিমার।

তবুও মনের গভীরে চলে অবিরাম সেই রঙ
ভালোবাসা— মনে আনে অঙ্গীকার, নবরঙ
সুন্দর হবে যে বিশ্ব, দূর হবে যত জঞ্জাল;
অন্যায় হবে যে অপনীত, শুরু হবে ন্যায় সমকাল।
এ বিশ্বাস বক্ষে নিয়ে আমরাও চলেছি অবিরাম—
দূর হবে অমানিশা দেখা দেবে নয়নাভিরাম,
প্রভাকর নবরঙ আকাশে ছড়াবে অবিরাম।

ক্লান্ত লেখনী মোর, অকস্মাৎ স্তব্ধ আমি,
শ্রেয়সীর হাত মোর কেশ পাশে সহাস্য কথনে—
'অনেক লিখেছ তুমি, ভালোবাসা, নবরঙ, অঙ্গীকার
তারও কিছু মোর তরে, করো হে স্বীকার।'

স্বর্গাদপি গরিয়াসী

কোনও এক শারদ প্রাতে যখন গিয়েছি আমি
দ্রুতগামী যানে রুদ্র প্রয়াগ হ'তে গুপ্তকাশী পথে
এ কাহিনী সম্ভবতঃ বছর কয়েক পূর্বের কথা
দেখেছি সেই দৃশ্য নয়নাভিরাম সূর্যালোকে
অতিশুভ্র ভাসমান মেঘ মাঝে গিরিচূড়া
বিরাজে, যেন রথ নামে মেঘ মাঝে
স্বগীয় আভাসে, তুচ্ছ করি জীবনের
ক্ষুদ্রতারে, সৃষ্টি হয় জীবনের নব উত্তরণের।

মনে পড়ে ঋষিকেশের সেই রাম কিশোরের
কথা, উচ্চ মন হৃদয়ের উষ্ণতায়
সংযোজন হয় এক ভিন্নতর মাত্রার
যাত্রাপথে আনে এক ভিন্নতর স্বাদ।
উত্তরাখন্ডের পথে পথে, উত্তরকাশী,
বদ্রীনাথ, কেদারনাথ বা গৌরীকুন্ডে
অবস্থান কালে সেই পরিচয় হয়
গরিমার, যাত্রাপথ হয় মসৃণতর।

মনে পড়ে শালকিয়ার সেই চাচা-ভাইপো
ব্যবসায়ীর কথা, আন্তরিক আগ্রহে
যারা বহন করেছিল আমার হ্যাভারস্যাক
তুঙ্গনাথে আরোহণ কালে
এরাও মানুষ; অন্যতর, ভিন্নতর মানুষ।

মনে পড়ে তুঙ্গনাথ চূড়ে দীর্ঘদেহী অশীতি পর
বচ্চন সিং এর কাহিনী, পর্যটক উমা প্রসাদ
স্কন্ধে যার আরোহণ করি গিরিশ্রেণী হিমালয়
চূড়ে, স্মরণ করি যে তারে মোরা বঙ্গবাসী।

ভুলিতে পারি না আমি তুষার কণা সমৃদ্ধ
সেই তুঙ্গনাথ চূড়া, মনে পড়ে
সেই গিরিচূড়া শ্রেণী; তরঙ্গ মালার মতো
দর্শনীয় তুঙ্গনাথ থেকে, নির্বাকি বিস্ময়ে
শুধু চেয়ে থাকা অসীমতার পানে।
আরও মনে পড়ে সেই সূর্যাস্তের আভা
অপরূপ, অনিমেষ শুধু চেয়ে থাকা
অবরোহণ কালে তুঙ্গনাথ থেকে
অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল সেই গিরি গোধূলিমা।

স্মরণ করি যে আমি সেই শুভ্র
সমুজ্জ্বল কেদার শৃঙ্গ যার পদপ্রান্তে
আশ্রয় লভিয়া মোর
হৃদয় হয়েছে পূর্ণ, আত্মস্থ ও আনন্দিত।
আমি যে দেখেছি সেই নীল মাধব
বদ্রীনারায়ণ, মুগ্ধ করে যে সেই
মন্দিরের মন্ত্রোচ্চারণ, শুদ্ধ হয় যে
আত্মা, হেমকুন্ড স্নানে অলকানন্দা তীরে।

মনে পড়ে, আজও মনে পড়ে সেই সব
মানুষের কথা, রাম কিশোর শর্মার
কথা, আজও সে লেখে যে মোরে
সেই দূর দেরাদুন হ'তে—
বলে, বিষ্ণুবাবু, ভালো আছেন?
মাঝে মাঝে চিঠি দেবেন।
আমি ভাবি, এই তো জীবন
মানুষের মাঝে সে যে
স্বর্গ সমান।

বৃষ্টিতে ভেজা আমি ও প্রকৃতি

মহানগরীর প্রান্তিকে গড়ে ওঠা নতুন নগর
দিগ্‌ বলয়ে দেখা দেয় সবুজের রেখা আর বিজ্ঞান নগর
সারি সারি সুরম্য অট্টালিকা আর আইল্যান্ডে
ঘেরা রাজপথ;
বিচিত্র ভাস্কর্য তার, পশ্চাতে রয়েছে কোন
ময় দানবের হাত!

এখানে বর্ষা নামে, বৃষ্টির তীব্রতা যেন ধায় বহুদূর
কুয়াশা ছড়ায় আশে পাশে, পরিব্যাপ্ত ঐ সুদূর—
এখানে অস্তগামী সূর্য্য ভারি সুন্দর উজ্জ্বল কমলা
রঙের দেখায়,
টুক ক'রে অস্ত যায় দূরে কোন বনানীর ফাঁকে
নীলিমায়।

দিবাবসানে কর্ম শেষে বেরিয়ে পড়ি আমি, পরিমল, বিমল
এবং নিশীথ
পরস্পর কথা বলা, ট্রেনে ওঠা এরপর নেমে যাই নিজের
স্টেশনে,
সন্ধ্যা নামে, এরপর বৃষ্টি ভিজে একা একা বাড়ি ফেরার
পালা—
শুরু হয় একা একা কথা বলার পালা।

বাড়ি ফিরে আবার কথা বলা, বাস্তবতা, কখনও বা প্রিয়
সম্ভাষণ—
পাশাপাশি পড়শির বাগানে চলে টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ,
দাঁড়িয়ে আছে যে সেথা আম, জাম, নারিকেল, শিশুগাছ সারি
আকাশেতে চাঁদ নেই, নিয়নের আলোতে দেখি বৃষ্টির সারি
কখনও যে শোনা যায় একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ।

স্বপ্ন ফিরে আসে মাটিতে

রাত্রি গভীর হয়, চারিদিক হয় নিস্তব্ধ
বৃষ্টি গিয়েছে থেমে, যেন নিদ্রামগ্ন হয়েছে ধরণী
অনন্ত আকাশ যেন প্রেয়সীর কালো কেশরাশি।

জানি সে বাস্তব নয়, হয়ত এ ধরণীর মায়াময় রূপ
তবু সেটা সত্য হোক, এ পৃথিবী হোক মায়াবিনী,
সুন্দরের চোখ দিয়ে আমি যে দেখেছি তার মায়াবিনী
রূপ।

পড়শীর বাগানে হলুদ ফুল

পড়শীর বাগানে হলুদ ফুল যেন আমার প্রাণ
যখন প্রথম দেখেছি তাকে, কোনো এক উজ্জ্বল প্রভাতে
আশ্বিন, কিংবা মাঘ ফাগুনের সোনাঝরা প্রাতে;
চমকিয়া ওঠে মোর মন, হৃদয় হয়েছে ব্যাকুলিত
রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে মোর সত্ত্বা হয়েছে উদ্বেলিত।

অথবা দেখেছি কত আম, জাম, হিজলের সারি
আমারই অস্তিত্বের মাঝে তারা আসে ফিরে
পৃথিবীটা নেহাৎই স্বার্থমগ্ন অর্থের দাস নয়
সোনার স্বপ্নের সাধ এ পৃথিবীতে আজো বুঝি ঝরে।

কখনও দেখেছি তারে গ্রীষ্মের খর দাবদাহে
শুষ্কপ্রাণ শীর্ণকায় ফুলহীন দেহে,
যেন অস্তিত্বের সংকটে পড়ে নিদাঘ সময়ে
আবার দেখেছি তারে ঘনঘোর কাল বৈশাখীর ঝড়ে
আন্দোলিত দেহ তার নিদারুণ সংগ্রামের তরে
অবিরাম জীবনের ভার বহিবার তরে
সংগ্রামে হয়েছে জয়ী করি উচ্চ শিরে।

অথবা দেখেছি কভু শ্রাবণের ধারা বরিষণে
অবিরাম সে ধারায় অঙ্গ তব হয়েছে সিঞ্চিত
স্ফীত পল্লব তার ছায়াঘন রূপ ধরি আছে
পুষ্পহীন দেহ যেন বিষাদের ছায়া হয়ে আছে।

কভুবা দেখেছি তারে শরতের সোনালী সকালে
মেলিয়াছে ডানা তার অবকাশ কালে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া সে ছুটির কালে।

কখনও দেখেছি তারে শরতের জোছনার রাতে

উৎসবের সে রাতে ফুলভারে দেহ অবনত
হলুদ ফুলের গুচ্ছ অতি উজ্জ্বল ঊর্দ্ধমুখী হয়ে
দূরের বাদ্যির সাথে ভিন্নতর মাত্রা আনে বয়ে।
অপরূপ সে রূপে স্বর্গীয় রূপ মনে আসে।
বাঁচিবার শ্রেষ্ঠ সাধ যেন পাই সেই অবসরে।

আবার দেখেছি তারে কোনো এক অঘ্রাণের প্রাতে
হিমেল হাওয়ার সাথে শিশিরের রেখা ধরে তাতে।
কিংবা বসন্ত সমাগমে সে কি অন্য কিছু বলে—
আমি যে দেখেছি তার মায়বিনী রূপ
বুঝিবা প্রবেশি আসে মোর প্রাঙ্গন মাঝে
কিছু বলিবার তরে অন্তরঙ্গ সাজে,
এ বড় অনুভবের, ভালো লাগার রূপ।

ফাগুন আসে যে ফিরে বারে বারে
জীবনে ফাগুন না ফিরে আর বারে।
তবু বসন্তের ভালোলাগা প্রাণে জেগে রয়
বসন্তের সুখ স্মৃতি জীবনের সঞ্চয়—
জীবনের দীর্ঘপথ চলিবার তরে
ভালোলাগা সেই স্মৃতি বহিবার তরে।

ক্যাম্পে

অনেকেই ক্যাম্পে যায় কিছু শেখবার জন্য
নিজস্ব আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র বাস কিছু দিনের জন্য,
একঘেয়ে পরিচিত ঘরবাড়ী ছেড়ে বুঝি কিছু পাওয়ার আশায়;
অন্যকে, অন্য কিছু জানার আশায়, প্রকৃতির সামিয়ানায়
জড়ো হয় মুক্ত আকাশের নীচে, সোনাঝরা রোদ্দুর
আর মুক্ত হাওয়ার টানে, গাছ গাছালির
টানে, পাছি-পাখালির কল কাকলি শুনে—
সবুজ ঘাসের দেশ দেখবে বলে,
প্রকৃতির কাছে যায় প্রকৃতির মত হবে বলে।

ইট, কাঠ, পাথর কংক্রীটের কৃত্রিমতা ছেড়ে
প্রকৃতির আঙ্গিনায় স্বাভাবিক হবে বলে,
টান টান স্নায়ু আর হৃদয়ের পাথর নামাবে বলে;
জড়ো হয় উন্মুক্ত প্রান্তরে, সাময়িক আস্তানা তলে।

কেউ যায় অযোধ্যা পাহাড়ে, কেউ মাইথনে
পিঠে রুকস্যাক নিয়ে শৈশব প্রান্তের সব
প্রকৃতি প্রেমী, পরিশ্রমী, উদ্ভাসিত মুখে
জ্ঞাত হয় প্রকৃতির অপরূপ রূপ——
দেখে ড্যাম, আরো দূরে উঁচু নীচু টিলা
সাথে ক্যাম্প কমান্ডান্ট, পথ দেখে চলা।

সূর্যাস্তে সন্ধ্যা নামে, শুরু হয় ক্যাম্প ফায়ার
শুরু হয় গল্প বলা, কথা বলা যে যার
মতন করে, এরই ফাঁকে দূরবীনে দেখা দেয়
নক্ষত্র লোকের ছবি, ঢলে পড়ে সব অতলান্ত ঘুমে।
ছোট সব মুখে যেন ফোটে অপার্থিব রূপ।

এ সবের প্রয়োজন কী সে? মানুষ হবে বলে,
নিজেকে নতুন ক'রে জানবার তরে
রাম, রহিম, রবসন পরস্পর ভেদাভেদ ভুলে
রচনা করবে একটি বিরাট হিয়া
বাসযোগ্য হবে দেশ সকলের তরে।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যখন আগুন জ্বালে
সভ্যতার শুভ সৃষ্টি হয় সেই পলে,
তারপর বহু লক্ষ কোটি বছর পেরিয়ে—
কখনও সে দেখা দেয় বিভেদের শিখায়,
কখনও দাঙ্গায়, যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখায়।

কিন্তু আর নয়, ক্যাম্প ফায়ারের ঐ আগুন
দেখেছ কি?
শুনেছ কি তার ঐক্যের গান, দামামা—
বিভেদের বীজ ঘুচবে এ বার সামনে বিজয় তূর্য্য,
সহস্রাব্দে নিখিল মানব আনবে জয়সূর্য।

দেবলীনা সেন

আবার এসেছে ফিরে নব আম্রমুকূলে
এসেছে আবেশ কোকিলের কুহুতানে
আজ দখিনা-বাতাস নব মদিরায়
আনে সুরভিত সমীরণ
তাই পল্লবে পল্লবে গুঞ্জনে মর্ম্মরে
হিয়া মোর হয় উন্মন।
আজ এসেছে ফাগুন নিয়ে তার ডালি
এসেছে সেই উৎসব
প্রিয়া মুখে তাই ফাগুনের ডালি
বলে যেন কানে কানে
ফাগুন লেগেছে প্রাণে মনে।
আমিও গিয়েছি কোন উৎসব মুখর দিনে
ফাগুন মেলার প্রাঙ্গনে
মিলিত হয়েছি সেথা কোনও এক সন্ধ্যাকালে
বহুজন কোলাহলে।

হঠাৎ দেখি যে সেথা পরিচিতা দেবলীনা সেন
ঈষৎ হেলানো গ্রীবা, বাসন্তী শাড়ী পরিহিতা
তির্যক দৃষ্টিতে তার বিদ্যুতের ঝিলিক
অনায়াসে পড়ে যেন অন্য মন কথা, মন ব্যথা
সম্মোহনী শক্তি সেই পারে সে ধরিতে যেন
মানুষের ভালো মন্দ চিরন্তন সেই ভালো লাগা।
মনে পড়ে যেন সেই পুরানো সে কথা,
হৃদয় রাঙানো সেই ভালো লাগা গাথা
পায়নি পূর্ণতা তাই অন্যে পরিণীতা।

সচকিতে বলে সে মোরে 'অনিরুদ্ধ,
কেমন আছো?' 'ভালো' আমি বলি।

'ভালো আছো তুমি?' বল কি প্রকারে?
নিজেরে ঠকায়ে তুমি ভালো থাক হায়;
ভালো থাকা তার সাজে সাহসী যে হয়।'
আমি বলি, 'দেবলীনা, তুমি কেমন আছো?'
'আমি আছি, বলে দেবলীনা, গড্ডালিকা প্রবাহের মতো
ভালো আছি, বলে আমি ভান করিনি তো।
তবে সুখে আছি, ভালো লাগা নিয়ে আর ভাবি না তো।'
আমি বলি, 'ক্ষুদ্র এ জীবনে সব কিছু না হয়;
বলে দেবলীনা, 'সময়েই সব কিছু করতে তো হয়।'

তবু মোর মনে তুমি প্রিয়া রবে
মেলা ভেঙে এল চল যাই সবে
পূবাকাশে ম্লান পঞ্চমীর চাঁদ
পোহালো যে আজ ফাগুনের রাত।

স্বপ্ন ফিরে আসে মাটিতে

জীবন শুরুতে সব স্বপ্ন নিয়ে আসা
শৈশব কৈশোরে কত স্বপ্ন আসা যাওয়া
নদীপাড়, দীঘিজল, কাশফুল আর ভেসে যাওয়া
শরতের শুভ্র মেঘরাশি আকাশে ছড়ায়
যেন খুশি রাশি রাশি
অত্যুজ্বল সোনালী সকাল আর
শিউলীর রাশি
ঘোষে যেন শরতের মেঘদূত সম
বাজে যেন অবিরাম সে ছুটির বাঁশি।

অথবা হেমন্ত সকালে কোন এক
বিষণ্ণ নরম দিনে মনে পড়ে
কোন এক গভীরতর ভালো লাগা স্মৃতি
যেন ফেরে স্বপ্নসম সেই সব অতীতের ছবি
মনে পড়ে বাঁধাঘাট, যৌবনের উন্মাদনা
সঙ্গী সাথী সহ, আনে নবতম চেতনা
সে সব গিয়েছে চলে ইতিহাস হয়ে
আমাদের দেড়কুড়ি বছরের আগে
যৌবনের কল্পস্বর্গ মনে হত
জীবনের নবতম জয়
আসলে তা ছিল এক প্রভাতের
দুর্বাদলে শিশিরের ক্ষণ-প্রভাময়।

তারপর বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে
জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে জীবিকার তাগিদে
সঙ্গীহীন জীবনের রূঢ় প্রতিযোগিতায়
অবশেষে মেলে এক জীবিকার সন্ধান
জীবনের জটিলতা ততদিনে গ্রাস করে
যৌবনের সেই সব ভালো লাগা সুখ স্বপ্ন স্মৃতি

ক্লান্তপ্রাণ জীবনের অবসাদ গ্রস্ততায়
এতদিনে সকলেই পেয়ে গেছি যেন
বিচ্ছিন্নতার শুলুক সন্ধান।

মাথার ভিতরে তাই সব কিছু টলমল করে
জীবনের বাস্তবতা, এই সব শূণ্যতা
পরস্পর সম্পর্কহীনতা, আমাদের ক্লান্ত করে
অর্থের অর্থময়তা, নিদারুণ প্রতিযোগিতা
মুখোশের আড়ালে কি হারিয়ে যাবে
অন্তরের কথা? সব মূল্যবোধ?
নিজবাসে অবশেষে হয়ে য়াই কি দূর পরবাসী?

তবুও মাছরাঙা তারে বসে দীঘি পাড় ধারে
বক, সারসের দেখা মেলে শিকারের তরে
শ্রাবণের বারিধারা, শরতের নীলাকাশে
মেঘেদের মেলা, সেজে ওঠা বৃক্ষরাজি
পুষ্প সমারোহে, বর্ণে, গন্ধে, উজ্জ্বলতায়
আনে মাদকতা—, উৎসবের আমেজ

অথবা পর্বত শিখর দেশে কাঞ্চন মুকুট
তরঙ্গ মালায় শোভে জলধি সুবিশাল
সোনালী ধানের শীষ হয় আন্দোলিত
নবান্নর আগমন হই অবহিত।

অথবা হেমন্ত জ্যোৎস্নায়
পঞ্চমীর চাঁদ যবে ফেলে যায়
ধানকাটা মাঠ
মনে হয় এ কোন মায়াবী রাত ফিরে আসে
এ পৃথিবীর আকাশে
যেন স্বপ্ন ফিরে আসে মাটিতে;
অন্যভাবে মাটির চেয়ে উর্দ্ধমুখী হয়ে
যেন বলে কানে— মাটি সে তো বাঁচা

তবু স্বপ্ন ছাড়া বাঁচা যেন স্থূল বেঁচে থাকা
স্বপ্ন শুধু দিতে পারে উন্নত কল্পনা
জীবনের যন্ত্রণা ভুলে, বাস্তবের
আঘাত ঠেলে, নিয়ে চলে
সৃষ্টির অমর্ত্য লোকের কোলে।

আমার বাড়ী

আমার বাড়ি উত্তর পাড়ায় ঠিক
স্টেশনের ধারে
রাজপথ থেকে গলি ধরে খানিক দূর গেলে
ডানদিকেতে পড়ে,
বৈদ্যুতিক ট্রেনের বাঁশী দিনে রাতে মেলে
আপ-ডাউন ট্রেনের ঘোষণা দিনে বেশী বলে।
মাঝে মাঝে দূরের ট্রেন যখন চলে যায়—
মনটা যেন বলে ওঠে দূরে কোথাও যাই
একঘেয়েমি চেনা জগৎ, গাছপালা ঘরবাড়ী
এ সব ছেড়ে দিই না কেন ভিন্ দেশেতে পাড়ি?
সমুদ্রতীর, সবুজ বন আর পাহাড় ঘেরা নদী
সেইখানেতে যাব আমি, নেই কোন আর যদি।

খানিক ভেবে দেখি আমি, প্ল্যানটা নয় মন্দ
এ সব জাগায় যেতে গেলে লাগে যে ভারী রেস্ত
মাথার উপর পূর্ণিমা চাঁদ নেহাত তো নয় মন্দ—
মন্দ কি সে? খুবই ভালো নারিকেল বৃক্ষ' পরে
যায় যে দেখা সেই শোভা তার আমার গৃহ' পরে।
এরই উপর আম গাছেরই বিরাট ছায়া তলে
নাম না জানা হরেক রকম পাখির দেখা মেলে
দোয়েল, কোয়েল, শালিক, টিয়ে, ফিঙ্গে, তোতা, ময়না
এর বাইরে যত আছে নয় তো সবই চেনা।

এরই মধ্যে আবার শুনি ফেরিওলার ডাক
এসব ডাক তো যায় না শোনা বহু দিনের বাদ,
চীনা সিঁদুর রঙিন কাগজ হরেক রকম খেলনা
এসব জিনিস উঠে গিয়ে ফ্যানটো কভার ঢাকনা।

জ্যোৎস্না রাতে যখন দেখি পূর্ণিমারই আলো

তারই সাথে যায় যে দেখা টেলি-টাওয়ার আলো,
গগন মাঝে গর্জে ওঠে আলোর প্রদীপ নিয়ে
উড়োজাহাজ যাবেই পৌঁছে ভিন্ দেশেতে গিয়ে।

দূর পাল্লার গাড়ীর আওয়াজ অধিক রাতে শুনি
মনটা যদি চায় যে পাড়ি ভিন্ দেশেতে যেতে
তখন আমি ব'লে উঠি, কী হবে ওসব দিয়ে?
ভিন্ দেশেতে গিয়ে?
আমার বাড়ীর পাশে যে সব গাছ গাছালি মাটি
এ সব ছেড়ে কোথায় যাব, করব না আর মাটি।

জীবন সমুদ্র

কোনও এক শ্রাবণের অপরাহ্ন বেলায়
যখন দেখেছি আমি
দিগন্তরালে হাল্কা কুয়াশার মতো কালো
মেঘের আস্তরণ,
আর সামনে দু-একটি ঘুড়ি উড়ছে—
কখনও নেমে যায়, আবার ওঠে, দু-একটি কাক
একটি উঁচু বাড়ীর অ্যান্টেনায় বসে আছে;
আরেকটি বৈদ্যুতিক তারে ডানা ঝাপটাচ্ছে
মাঝে মাঝে দখিনা বাতাস বইছে।

একটি ট্রেন এসে থামল স্টেশনে,
কিছু লোক নামল, ট্রেনটি আওয়াজ তুলে
চলে গেল পরের স্টেশনে।
একটি বাড়ির কার্ণিশে বসে আছে দুটি পায়রা
এত শান্ত, যেন কোন কিছুতে নেই তারা।
আর চারপাশে কিছু গাছ, আম, জাম, নারিকেল
শিশুগাছ, কৃষ্ণচূড়া আর কদমের ডাল
আরও দূরে মাথা নাড়ে বুড়ো বটের ডাল।

জীবনের মুখরতার অন্তরালে আছে
উদাসী অপরাহ্ন বেলা,
পর্বত শিখর হ'তে স্রোতস্বিনী বয়ে যায়
সাগর সঙ্গমে
চলোর্মি তরঙ্গোচ্ছাস অকস্মাৎ দৃষ্টিতে হানে বিভ্রম?
জীবন সমুদ্র মাঝে মহৎ তরঙ্গোচ্ছাস জাগায় সম্ভ্রম।

সেকাল একালের কবিতা

বিংশ শতাব্দীর প্রান্ত সীমা থেকে বিচ্ছুরিত
রবিরশ্মি আজিও রয়েছে অম্লান,
শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, পুষ্প সমারোহে
এ পৃথিবীর সব রঙ নিয়ে
আরও এক গভীরতর ভালো লাগা
অন্তরের বেদনার টান—
মূর্ত্য হয় তব সৃষ্টি মাঝে
রূপ মাঝে অরূপের সৃষ্টি করা দিয়ে
জেগে ওঠে জীবনের গান
বিশ্বকবির গীতাঞ্জলি নিয়ে।

যত অত্যাচারের উৎসমুখ হ'তে
জন্ম নেয় বিদ্রোহের অগ্নিস্রাবী লাভা,
অগ্নিবীণার সুরে বেজে ওঠে
বিজয়ের জয়মাল্য গাথা—
গজল ও ঠুংরীর সুরে সুরে
গানে গানে বেজে ওঠে কথা
মনের গভীরে যত কথা
এই সব মরমিয়া গাথা।
নব জাতকের কাছে অঙ্গীকার
বাসযোগ্য হবে এই পৃথিবী,
সরাতে হবে যে তাই অবিচারের জঞ্জাল
গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী।

এ সবের থেকে অবশেষে জন্ম নেয়,
আজকের আধুনিক কবিতা,
বিচিত্র শব্দতে সব ভরে ওঠে
আজকের কবিতার কথা।
আজকের কবিতাতে থাকে

বহুমাত্রিক শব্দের ঝংকার
বহুতর ব্যঞ্জনা তার
বাস্তবের বিবিধ আকার।
তবু প্রাণের ব্যঞ্জনা ছাড়া
মনের মাধুরী বিনা
সে কবিতা ক্ষুদ্রাকৃতি
গাছ মাত্র হয়,
বৃক্ষ তবু নয়।

তবুও শঙ্খচিলের ডানা, পৌষালী ধানের মাঠ,
কালীদহ পারে, পঞ্চমীর চাঁদ বুঝি
ফেলে যায় ধান কাটা মাঠ——
জীবন সমুদ্র মাঝে এই সব রূপকথা
বাস্তবের মাঝে যত অন্যতর কথা,
মানুষের বিচিত্র জীবন মাঝে গভীর অনুভূতি
আজকের কবিতায় হোক তার পূর্ণতার আকৃতি।

ভালোবাসা কারে কয়

সময়ের খরস্রোতে বয়ে যায় জীবনের তরী
অপসৃত হয় যে বহুদিন,
বহু স্বপ্ন, স্মৃতি মোর সত্ত্বায় বিরাজে
হৃদয়ে জাগে সে কোন গভীরতর আশা
ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল দিন।

জীবনের অর্থ বুঝি এ পৃথিবীর রূপ, রস
গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ খুঁজে নেওয়া
প্রকৃতির কাছে যাওয়া, এই প্রকৃতিকে বোঝা
যেন প্রকৃতির কাছে মিশে যাওয়া।

জীবনের অর্থ সে কি যশ, খ্যাতি, মান
অথবা তার চেয়ে বেশি কিছু সন্ধান
সে অর্থ সন্ধানে মানুষ বহু যুগ ধরে
বহু মুনি-ঋষি, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ অবতার সম
অথবা রামকৃষ্ণ, চৈতন্য আমাদের স্বার্থ চৈতন্যে
জাগায়ে তুলেছে প্রেম চৈতন্য
পেয়েছে যে বিশ্ববাসী সে অমৃতবাণী
বলেছে যে, মানুষকে ভালোবাসো
তবে সেই সুমহান ভালোবাসা
হবে সেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম।

এ বিশ্বাস বক্ষে নিয়ে আমরাও
চলেছি অবিরাম
জীবনের গভীরতর অর্থ পেয়েছে
সঠিক স্বস্তি ও বিরাম।

ওরা কাজ করে

পুরানোকে ভেঙ্গে গড়ে ওঠে নতুন ইতিহাস
সাবেকী ইমারতের স্থান নেয় সুরম্য অট্টালিকা,
সুবিশাল ফ্ল্যাটবাড়ী, অবশেষে ইতিহাস পুরানো গড্ডালিকা
শুধু স্মৃতিটুকু থাকে, বাকী সব বিস্মৃতির আড়ালে
বহুদিনের চেনামুখ পাশে অবশেষে দেখা দেয়
নতুন মুখের সারি, যেন পুরানোকে ফেলে
নতুন কিছুর আমদানী; আজ তারই আয়োজন—
সাবেকী ঐতিহ্যকে ফেলে তাই নতুনের আগমন।

আর যারা ভাঙ্গাগড়ার খেলার কারিগর
সভ্যতার একী পরিহাস, তাদের যে নেই কোন ঘর
যারা ঘর বাঁধে অপরের, তারা নিজেরাই যাযাবর।
অথবা তাদের ঘর আছে কোন দূর দেশে
যেথা মলিন কুটীরের পাশে সূর্যাস্তের রঙ মেশে
যেখানে বিদ্যুৎ নেই, জ্যোৎস্নার আলো তাই আসে
জীবনের দীনতা যেন জীবনকে গ্রাস করে এসে
সহানুভূতির কথা শুধু সন্ধ্যা তারার আঁখি পাশে।

ওরা কাজ করে শহরে ও নগরে
ওরা কাজ করে সভ্যতার তরে
ওরা ইমারত গড়ে মানুষের তরে
ওরাও মানুষ, ওদের ইমারত কে গড়ে?

অলকানন্দা

অলকানন্দা—— তোমার শুভ্র ফেনিল জলরাশি তীরে
রয়েছে বহু শতাব্দীর পুরাণ কথার বদ্রীনাথ——
যার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি আজ,
নীচে বহমান নদী গেছে চলে মানা ক্যাম্প
শতপন্থের দিকে আর অন্য মুখ নিম্নগতি সাজ
বয়ে চলে দ্রুত বেগে সমভূমি দিকে,
উপলখন্ড সহ তবু বাঁধভাঙ্গা দুর্দম বেশে
সাগর সঙ্গমে চলে বহুপথ পরিক্রমা শেষে।

আর উজানেতে সরস্বতী ভীমপুল হ'তে
বার হয় স্রোতস্বিনী, নাতি দূরে মিশে যায় অলকানন্দাতে;
পশ্চাতে রয়েছে শৃঙ্গ নীলকন্ঠ, নর নারায়ণ
সুউচ্চ পর্বতরাজি সম্মোহিত করে মোর মন
আর পাশে ব্যাস গুহা, মুনীবর ব্যাসদেব স্মরণ।

এইখানে বদ্রীবৃক্ষতলে আছে সেই সুমহান স্থান,
এইখানে অলকানন্দা তীরে ভরে ওঠে প্রাণ।
এইখানে অলকানন্দা জলে হৃদয় ভাসমান,
এইখানে পেয়েছি স্বর্গ, মোর শ্রেয়স্থান।
দুগ্ধ ফেননিভ তুমি দেব নন্দিতা,
তোমার শুভ্র বারিতে আনে হৃদয়ে দ্রবতা।

শিশিরে ভেজানো সকাল

এখানে সকাল তো প্রতিদিন হয়
সূর্য্য ওঠে, মৃদু মন্দ বাতাস বয়
জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, টগর, গোলাপ আর শিউলীরা
পদ্ম, ডালিয়া সব চোখ মেলে চায়
আছে বুঝি হাসনুহানা আর ক্রিসেনথিমামের ইশারা।

সকাল হ'লেই দেখি আম, জাম, কাঁঠালের বনে
শালিক, টিয়ে, কাক আর কোকিলের আনাগোনা চলে
এ রকম সকাল তো আসে রোজ ফিরে এইখানে।

এরই মাঝে একদিন দেখেছিনু সুবেশা সকাল
নয়ন ভোলানো সেই শিশিরে ভেজানো সকাল
সমস্ত ফুলের গাছে শিশিরের রেখা লেগে আছে।
সবুজ ঘাসের দেশে শিশিরের বিন্দু ধরে আছে।

আছে বারিবিন্দু সব পত্র গুচ্ছ 'পরে
বট, অশ্বত্থ আর পাকুড়ের শাখা 'পরে
পদ্মপাতায় দেখি মুক্ত ঝরে আছে
গঙ্গা সমীপে দেখি কুয়াশা হয়ে আছে।

নীলাকাশে এরই মাঝে অরুণ বিরাজে
সূর্যালোকে প'ত্র হ'তে মুক্ত ঝরে পড়ে
এ রকম সকাল তো দেখিনি বহুকাল
পথ মাঝে দেখা হ'ল দেবলীনা সান্যাল।

বলেছে সে মৃদু হেসে, ভালো আছেন তো?
'ভালো আছি' বলি আমি দেখি অপসৃয়মান
ময়দানের প্রান্ত দেশে রাজপথ ধরে চলমান,

সেই নারী কৃষ্ণচূড়া তলে ক্রমশঃ বিলীয়মান;
দৃষ্টিপথ হ'তে কুয়াশা ছড়ায় সেইপথে
সেও বুঝি স্নাত হয় ভোরের শিশিরে।
শিশির লাগুক আজ অন্তরে বাহিরে সবাকার
ভিতরের গ্লানিমা সব মুছে যাক্ শিশিরে অপার।

ফ্ল্যাট বাড়ী

মনে পড়ে সেদিনের কথা কলাবতী ফুলের সারি
এক সময়ের অবিনাশদের বাড়ী
টগর, মালতী আর জুঁইফুলে ঘেরা
অবিনাশদের পৈতৃক ভিটে
পাশে আছে বিল আর জঙ্গলে ঘেরা
মেঠো পথ শেষে বাস্তু ভিটে,
আজ ভিটেটুকু আছে; আর সব
গেছে চলে বাহুল্যের মত
দাঁড়িয়ে আছে যে সেথা ফ্ল্যাটবাড়ী
সুবিশাল স্তম্ভের মত।

আজ বহু পরিবার আর বহুতর
মানুষের গমগমে ভিড়ে
কোথায় হারিয়ে গেছে টগর, মালতী আর
জুঁইফুল, কলাবতী সারি
আছে গাছ টবে কিছু বাকী সব
বাহারি গাছের সারি
যেন পুরানো ঐতিহ্যের প্রান্তসীমা থেকে
নতুন রঙের দিশারী।
পাশে আছে প্রস্তাবিত নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানা
পুরানোকে ভেঙ্গে নতুন ঠিকানা।

আজ তবে ইতিহাস পুরানো ঐতিহ্যের কথা
যৌথ পরিবারের স্মৃতি ধূসর প্রান্তসীমা থেকে
গড়ে উঠবে নতুনতর ফ্ল্যাট বাড়ীর কথা।

কবিতা লিখব বলে

আমি চেয়েছিলেম ছুটি
কবিতা লিখব বলে
উষার আলোয় রাঙিয়ে
মনের দরজা খুলে
দিগন্তের ঐ সূর্য্যিমামা
সোনার রথে বসে
নজর করেন সকালবলা
ঐ রথেতে বসে
এই ধরনীর সবকিছু
কি চলছে ঠিকমত?
দিনান্তের তার হিসাব নিকাশ
চাই যে সময়মত।
আমি চাই যে যেতে পাহাড় চূড়োয়
রবির কিরণ যেথায় মেশে
রামধনু রঙ সেথায় এসে
লুটিয়ে পড়ে যেথায় শেষে
পাহাড়-চূড়োয় মেঘের দেশে
ঠিক মনে হয় রথের বেশে
পাহাড় চূড়ো রথের বেশে
লুটিয়ে পড়ে মেঘের দেশে।
সাগর জলে জোয়ার-ভাঁটায়
অসীম টানে স্রোত বয়ে যায়
কিসের টানে কেমন করে
জীবনের এই বহমানতায়
পুরাতন কি লয় হয়ে যায়?
কিছু বুঝি রেখে যায়
নতুন সৃষ্টি মনস্কতায়।

আমি চেয়েছিলেম ছুটি
কবিতা লিখব বলে
উড্ডীয়মান শঙ্খচিলের ডানায়
আমি খুঁজেছি নিজের মুক্তি
এই জীবনের অবসন্নতায়।

ফুলের সুবাসে যত আছে প্রাণ
জীবন বীণায় যত আছে তান
সকলের তরে যে ধরে প্রাণ
সে জীবন যেন অনন্ত প্রাণ।

আমি চেয়েছিলেম ছুটি
কবিতা লিখব বলে
ছুটির বদলে পেলেম কর্মে যুক্তি
জীবনের কথা বলে।

সংগীতের মূর্চ্ছনা

এই তো সেদিন রাত্তিরে শুনতে পেলেম
সংগীতেরই মূর্চ্ছনা
আসলে তা ছিল এক উচ্চাঙ্গের
গীটারেরই ব্যঞ্জনা
তা ছিল অধিক রাতে জলদ গম্ভীর তানে
মেঘমন্দ্র মল্লারের কথা
স্তব্ধবাক শুনি আমি সংগীতেরই
সেই স্বরলিপি
মনের বীণাতে যেন বেজে ওঠে সেই ধ্বনি
উজ্জীবিত হয় দিনলিপি।

অধিক রাতেই শুনি সংগীতের সেই মূর্চ্ছনা
আকাশ বাণীর আসরেতে
বিশ্ব মোহনের সেই মনোগ্রাহী নিবেদন
বাজে মোর হৃদয় বীণাতে।
রাত্রী গভীর হয় বাহিরেতে দৃশ্যমান বিদ্যুৎ চমক
শুরু হয় ঝম ঝম বৃষ্টি
ভিতরেতে গীটারের ঝালাতে শুনি সেই
শিল্পীর অনুপম সৃষ্টি
প্রাণে আনে আলোকিত দৃষ্টি
নবতম এষণার সৃষ্টি।

এখানে কৃষ্ণচূড়া রয়েছে যে ভারে

তবুও পলাশ ফুলে ভরে আছে গাছ
এখনও শিমুল ফুল রয়েছে প্রান্তরে
এখানে কৃষ্ণচূড়া রয়েছে যে ভরে
এখনও কদম্ব বৃক্ষ দৃপ্ত সাজে আজ।

এখন শুকনো পাতা যত ঝরিবার বেলা
যত নতুন পাতার জন্ম হয় এই বেলা
যত জীর্ণ পুরাতন সব বিদায়ের কাল
বাজে ভৈরব তান, ঐ আসে মহাকাল
প্রলয় নাচন শেষে আসবে নতুন সকাল।

এখন সময় তাই নব আম্রমুকুলে
বাতাস কি ভরে ওঠে কোকিলের তানে
দখিনা বাতাস কিছু বলে যেন কানে
ময়ূর ময়ূরী যেন জেগে ওঠে গানে
হৃদয়ে জাগে যে গান ময়ূরের তানে।

সেই গানেরই তানে এবার মাতলো ভূবন আলো
সবার হৃদয় মাঝে এবার জাগবে প্রেমের আলো।

তুমি আছো অন্তরের অন্তরে

তুমি আছো অন্তরের অন্তরে সবাকার
তুমি আছো মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় চারিধার
তুমি আছো অন্তরে, মানুষের সব ধর্মে
আজ কেন বিভেদের বীজ ধর্মে ও ধর্মে?
মানুষকে ভালোবাসো, সব ধর্মের মন্ত্র
মানুষকে মানুষের নিধন, এ কোন তন্ত্র?

আমরা সভ্যতার বড়াই করি, ইন্টারনেটের খবর পড়ি
তবু তালিবানরা মূর্ত্তি ভাঙ্গে, গুজরাটে দাঙ্গা হয়
কোথাও মানুষ পুড়ে মরে, কোথাও জঙ্গীহানা হয়।
ধর্মের নামে মানুষে আঘাত এ কোন মৌলবাদী?
ধর্মের নামে হানাহানি সে যে মানবতা বিরোধী
মানুষের তরে ধর্ম আমরা সকলেই জানি
মানব ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম মোরা সব তাই জানি।

তবু বস্তিতে আগুন লাগে, শ্রমিক কর্মহীন হয়
প্রতি হিংসার আগুনে পুড়ে সব কিছু ছারখার হয়
কোথাও ভূমিহীন চাষী লড়ে অন্নের জন্য
কোথাও দেশ বিভাজন হয় ধর্মের জন্য
ধর্মীয় জেহাদের লক্ষ্য আজ বিশ্ব শোষণ কেন্দ্র
জঙ্গী হানায় পতন হয় তাই বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র।

তবুও শোষণ থেকে যায় সমাজের বুকে
মানুষের সুচেতনা ঐক্যবদ্ধ করবেই মানুষকে
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট এই সব অবতার হ'তে
সে চেতনা যুগে যুগে আসে পৃথিবীতে।
আমরাও প্রতীক্ষারত অধীর আগ্রহে
পাব সে বিবেক বাণী মহাপুরুষ হ'তে
সেই শুভবুদ্ধি আজ জাগুক অন্তরে সবাকার

মানব মুক্তি তরে তুমি এস অন্তরে সবাকার।

এ পরবাসে

কাটানু এ কাল আমি নিজ বাসে নিজভূমে
শৈশব সময় হ'তে বহু দিবস রজনী
আজ তবে এ স্বদেশে কেন অবসাদ
মনের বীণার তারে কেন এ বিষাদ

শৈশব সময় হ'তে যৌবনের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে
অনেক ঘুরেছি আমি, দেখেছি ও বহুতর কিছু
আজ তবে ক্লান্ত মনে হয় জীবনের দীর্ঘ পথ বেয়ে
দেখেছি মানুষ বহুশত, হৃদয়ে কি আছে তার কিছু

আমি দেখেছি প্রথম ঊষার আলোতে ঘাসেতে শিশির বিন্দু
নব মালতী, শেফালী ও জুঁই দেখেছি শরৎ ঋতুতে
সাদা কাশফুল, মেঘেদের ভেলা দেখেছি শারদ প্রাতে
বন জ্যোৎস্না দেখেছি ফাগুনে, ঝরাপাতা সব চৈতে;
আগুনে রাঙানো পলাশ, শিমুল কৃষ্ণচূড়ার
লালে, মিশে যায় তাতে উদাসী দুপুর
ক্ষণিকের তরে হ'য়ে ওঠে মন স্মৃতি ভারাতুর
অথবা যখন গোধূলি আলোয় দেখেছি তব শ্রীমুখখানি
জীবনের ডালি গিয়েছে ভরি স্মরিয়া জীবন পাত্রখানি।

অথবা যখন দেখেছি শ্রাবণে মেঘতারাতুর গগনে
ঘনাইয়া ওঠে মেঘেদের মেলা হিন্দোল তোলে বাতাসে
হিন্দোল ওঠে বৃক্ষের শিরে, গরজায় মেঘ আকাশে
শ্রাবণের ধারা নামে যে মাটিতে প্রাণ রসে হয় সিক্ত
ধরণীর 'পরে প্রাণের রেখা, মধু রসে পরিষিক্ত।

ধেয়ানের ধনে ধ্যান দিয়ে শেষে
জীবন জমিতে বসে ভাবি আমি অবশেষে
উদার প্রকৃতি সুন্দর রূপ প্রাণেতে জাগায় গান
তবু মনের জমিতে চাষ নেই বলে রইল পতিত
মনের আকাশে ব্যাপ্তিতে হোক সব ব্যথা অপনীত।
বহু চেনা সব বহু পুরাতন রয় যে-দূরে

মনের আকাশে বেড়া দিয়ে সব যায় যে সরে
নিজবাসে তাই মনে হয় তবু আছি পরবাসে
আধো চেনা সব মানুষ জন ভীড় করে চারিপাশে
পুরানো ঐতিহ্যের পাশে গড়ে ওঠে বহুতল ইমারত
যেন বহু জাতিক বাণিজ্য, ব্যঙ্গ করে পুরানোকে
আর পুরানো সব কিছু যেন ধ্রুপদী না হয়ে
সুন্দর না হয়ে রয়েছে কেবল শুধু টিকে
প্রজাপ্রতি না হয়ে রয়েছে - যেন গুটিপোকা হয়ে
স্বার্থবদ্ধ বেঁচে থাকার নিরন্তর ব্যর্থ প্রয়াসে।

হে রুদ্র, আজ তাই আঘাত হানো বিচ্ছিন্নতার মূলকেন্দ্রে
তীব্র আলোকে বিদীর্ণ করো গুটিপোকা, শামুকের প্রাণকেন্দ্রে
তারপর আত্মসর্মপনের পালা, আত্মকেন্দ্রিকতার মুখোশের আড়ালে
হারিয়ে গেছে যে সত্ত্বা আজ হোক পুর্নবাসন তার
লাগুক খোলা হাওয়া আকাশ, খুলে দাও অর্গল তার
মিশে যাক নিখিলের ভীড়ে, দুঃখ সুখ নিক ভাগ করে
ক্ষুদ্র হৃদয়মন, হোক তার ব্যাপ্তিতে আকাশ
জীবনের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে মিশে যাক অসীম অপার।

মনের ব্যাপ্তিতে হোক প্রাণের বিকাশ
দূরে যাক সংকীর্ণতা আর তিমির অন্ধকার
হৃদয় মাঝে লাগুক পরশ নব অরুণের প্রকাশ
সেই আলোতে সিনান ক'রে জাগবে প্রাণের আকাশ।

আজ সেই আলোরই ঝর্নাধারা জাগুক সকল প্রাণে
মিলন বীণার টানে হৃদয়ে জাগবে ঐক্যতান
সবার হৃদয় মাঝে এবার লাগুক ছোঁয়া তার
সেই মিলনের বীণার কেতন থাকুক সবার প্রাণে।

রইব না আর পরবাসে, ফিরব স্বদেশে
মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে না থেকে এবার
ফিরব অন্তরেতে, ফিরব নিজের দেশে ।

কেন বেঁচে আছি

মাটি পৃথিবীর টানে এসেছি এ পৃথিবীতে কবে
কোনও একদিন, জীবনের উষাকাল থেকে
দেখেছি মানুষ বহুশত জীবনের চলার পথ ধরে
শতেক গিয়েছে চলে বিস্মৃতির অতলে
বাকী কিছু মনে পড়ে জীবনের ঘটনার কালে
বাঁকে বাঁকে রেখে যায় দাগ চিরস্থায়ী ভাবে
ভুলিতে পারিনা আমি সেই সব সাথীদের কথা
অমল, বিমল, কমল এবং অমরেশের কথা
জীবনের গতিপথে গিয়েছে সব বিভিন্ন পথে
বারেক ফিরাও বলে যদি ডেকে উঠি
সে তরী যদিবা ফেরে থাকে যে সওয়ারী
পুরাতন সাথে থাকে বেশ কিছু নতুন ব্যাপারী
দেখা হয় তবু যেন সুর কেটে যায়
পুরাতন থেকে যায় স্মৃতি মেদুরতায়।
তবুও নতুন কিছু দেখি নতুন ব্যাপারী
জীবনের ঘাটে ঘাটে নতুন সওয়ারী
আটটা নটার সূর্যের মতো তরুণ প্রজাতি
উচ্ছল ছল ছল বয়ে চলে দ্রুতগতি
যৌবন অপরূপ জীবনের চলমান নদী
বয়ে চলে অবিরাম উৎসমুখ হ'তে প্রান্তসীমা প্রতি।
কালের নিয়মে প'ড়ে নিয়তির বিধিলিপি
পুরাতন চলে যায় রেখে যায় দিনলিপি
জীবন চলে যায় রেখে যায় পরম্পরাগতি
পুরাতন শ্রেষ্ঠ সব রেখে যায় নতুনের প্রতি।
জীবন শৈশব হ'তে যা দেখেছি এতদিন
টগর, মালতী, গোলাপ, দোপাটী আর শিউলীর
ফুলে ফুলে প্রজাপতি পাখা, কখনও নদীতীর,
খোলা মাঠ, পৌষালী ধানের ক্ষেত, শরতের
নীলাকাশে মেঘেদের মেলা কখনও শুনেছি
গল্প, ঘুমপাড়ানি গান কড়িবরগার ঘরে

দুপুরে ও রাতে, যখন শুয়েছি জননী কাছে।
এ সব সুন্দর ছবি, কৈশোরের উন্মাদনা, যৌবনের
ক্রান্তিকালে অস্থির সময়ের দোলা, আশা নিরাশার
টানে ক্ষতবিক্ষত জীবন, তবুও জীবনের
দুর্নিবার টানে অবিরাম করেছি সংগ্রাম
জীবনের দৃষ্টিপথ হ'তে সেই পথ গিয়েছে বহুদূর।

নক্ষত্রের মতো একদিন যাবো যে চলি
এ পৃথিবীর মহাকাশ হ'তে তবু প্রভাত অরুণ রবে
নীল মহাকাশে, কভু পর্বত গাত্রে, ফেনিল উচ্ছাস রবে
সুনীল জলধিতে, এই সব কিছু থেকে যাবে।

এই সব কিছু নিয়ে বেঁচে থাকা, আর সব মানুষের
জন্য বেঁচে থাকা, হায়! মানুষ যে মানুষের
সঙ্গে হানাহানি করে এ বিশ্ব চরাচরে
তবুও মানুষ সভ্যতার ইমারত গড়ে।

তাই আজও বেঁচে আছি মানুষকে ভালোবেসে
যাবো বলে, নক্ষত্রের মতো একদিন এ পৃথিবীর
মহাকাশ হ'তে, পৃথিবীর মানুষকে ভালোবেসে।

২৮শে ফেব্রয়ারী,২০০৩
উত্তরপাড়া

তবু যেতে হবে

রাত্রি পোহালে পরে অবশেষে জেগে ওঠে
আলোকিত সকাল
জনম হ'লে তাই সব শিশু কেঁদে ওঠে
ভুবন মাঝারে——
এরপর শৈশব, কৈশোর হ'য়ে যৌবনের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে
বিশ্ব চরাচরে——
জীবনের ঘাটে ঘাটে পসরা নামিয়ে দিয়ে শেষে
রোমান্টিক ভাবালুতায়,
স্বপ্নময় জগতের ফেটিশকেচূর্ণ করে শেষে
রূঢ়তম বাস্তবতায়,
মিলিয়ে নিতে হয় পাওয়া না পাওয়ার হিসেব
নিকেশ সব কিছু——
জীবনের বাস্তবতা, জীবনের সঞ্চয় আর কিছু
ভালো মন্দ স্মৃতি।

এই সব কিছু নিয়ে বয়ে যাওয়া অসীমের পানে
তবু রেখে যাওয়া——
আগন্তকের জন্য হেমন্তের গান, কিছু সৃষ্টি আর
কিছু ভালো লাগা;
সব কিছু রেখে দিয়ে তবু যেতে হবে
আগামীর জন্য,
জোয়ার ভাঁটার টানে এই অবিরাম চলমান
জীবনের জন্য।

১৪ই নভেম্বর,২০০৩
উত্তরপাড়া

আমাদের অর্ন্তগত সময়ের ভিতরে

তখন সময় ছিল নব জাগরণের
তখন সময় ছিল নব উত্তরণের
তখন সময় ছিল শৃঙ্খল মোচনের
তখন সময় ছিল বিশ্ব জনীন সত্তার
থেকে উৎসারিত হওয়া বিশ্বমানবতার
ধর্ম, আর তোমার শতক থেকে
নির্গত আলোকশিখা আজও রয়েছে অম্লান,
আলোকবর্তিকা সম সামুদ্রিক লাইটহাউসের
মতো, রাবীন্দ্রিক নিশানার সংকেত সন্ধান।
আজ তোমার শতক থেকে বহুবছর অতিক্রান্ত
করে, কখনও মাটির কাছাকাছি এসে, কখনও
বাংলার মুখ দেখেছি গাঙশালিকের বেশে,
গাঙুরের জলে বুঝি বেহুলাও এসেছিল এই দেশে।
আর আজ, আধুনিক সময়ের নব বিশ্বায়নে-
সাহিত্যের যত সৃষ্টি আসে আজ নবরূপায়ণে,
মানুষের ভালোমন্দ, জীবনের গতিপথে রেখে
যাওয়া বহুধা বিস্তৃতি আমাদের ক্লান্ত করে।
তবু আমাদের অনুভবে থেকে যায় কিছু শাশ্বত
সৃষ্টি, প্রভাবিত করে আজও তোমার সৃষ্টি যত
নিঃশব্দে বয়ে চলে আমাদের অর্ন্তগত সময়ের ভিতরে।

সূর্যসাক্ষী

সকাল আটটার লাল থালার মতো গনগনে আগুনে
অবশেষে সেঁকে নিতে হয় বেঁচে থাকার প্রাণের তাগিদ
একসাথে জড়ো হয়ে তাই যেতে হয় লড়াইয়ের ময়দানে
হাতে হাত পায়ে পা মিলিয়ে তাই জীবনের তাগিদ,
পেতে হবে লক্ষ কোটি মানুষের জীবনের জন্যে
সবশেষে সংগ্রামেই আনতে হবে মানুষের অধিকার।

সংগ্রাম আজ তাই খেত খামার কলকারখানায়
সংগ্রাম আজ তাই চলছেই আমাদের বাঁচবার তাগিদে
এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে
সংগ্রাম চলছে অবিরাম আজ স্বদেশে ও বিদেশে
সংগ্রামে জয়ী হলে অবশেষে আসবেই মানুষের অধিকার
সূর্যসাক্ষী ক'রে তাই লেখা হোক মানুষের স্বাধিকার।

জীবনের কবিতা

বিঠোফেনের ফিফথ্ সিম্ফনী শুনে ভেবেছিলেম
জীবনের ঐশ্বর্য্যের অনেক কিছুই বুঝি পেলেম
শরতের সোনালী সকালে যেন খুঁজে পাই
এ জীবনের আনন্দধারার সেই, নির্ঝর ঝরণা
সকালের ভৈরবী আর রাতের মালকোষে পাই
জীবনসমুদ্র মাঝে বেঁচে থাকার প্রেরণা।

তবু বুঝি মনে হয় এও সব নয়
জীবনের বাস্তবতা আরও বহু কিছু হয়
মানুষের এ সভ্যতা বহু শ্রম রক্তের বিনিময়ে
গড়ে উঠেছে তিল তিল করে আজকের আধুনিকতায়
সভ্যতার কারিগর সেই লক্ষ কোটী মানুষেরা
বঞ্চিত লাঞ্ছিত কেন আজকের এ সভ্যতায়?

তবু আজ খেত খামার কলকারখানায়
লক্ষ কোটী শ্রমিক কৃষক লড়ে বাঁচবার তাগিদে
লক আউট, লেঅফ, ক্লোজার তবু চলে
জবাবে প্রতিবাদ, ধর্মঘট খেতখামার কলকারখানায়
এরই মাঝে থাকে ধর্মীয় জিগির মৌলবাদ
মানুষকে বাদ দিয়ে শুধুই ধর্মান্ধতাবাদ।

স্বাধীন দেশে তবু আজ লাগে বিশ্বায়নের ছোঁয়া
শ্বেত ঈগলের নখরাঘাতে আমরাও কি বিপন্ন?
মিশ্র অর্থনীতির লক্ষ্য কি নিছক মেকি ধোঁয়া?
সুস্থ সমাজ ভিন্ন কি হয় দেশগঠন সম্পন্ন?
দেশে দেশে আজ ফেরে সাজ সাজ রব
শ্বেত ঈগলের ডানার গন্ধে যেন যুদ্ধের রব।

জীবনের কবিতা তাই হোক সুন্দরের জন্য
জীবনের কবিতা নিয়ে নয় বাণিজ্যিক পণ্য
জীবনের কবিতায় হোক তাই সংগ্রাম অনন্য
জীবনের কবিতা লেখা হোক নিপীড়িতের জন্য।

বিশ্বে একুশ আলোকিত পথ

একুশ হলো মোদের ভাষা
মোদের গরব, মোদের আশা—
একুশ মানেই উচ্চশির
লক্ষ্যভেদের একটি তীর;
একুশ মানেই স্বাধীনতা
কখনো নয় পদাবনতা।
একুশ মানেই মুক্তচিন্তা
স্বাধীন মনের সুস্থচিন্তা,
একুশ হলো খোলা হাওয়া
নেইকো কোথাও বাধায় ছাওয়া।
একুশ মাতৃভাষার দিন
বিশ্বজুড়ে শপথ নিন,
কোটী প্রাণের মুক্তি দিন
একুশ এক মহান দিন।
শহীদ রক্তে রাঙানো শপথ—
বিশ্বে একুশ আলোকিত পথ।

তবুও মানুষের জন্য

আমি দেখেছি অরুণোদয় বনানীর ফাঁকে
আমি দেখেছি প্রভাতসূর্য গিরিচূড়া মাঝে
আমি দেখেছি রঙের হোলি পর্বত রাজ্যে
আমি দেখেছি উদিতসূর্য দূরসমুদ্রমাঝে।

আমি দেখেছি মানুষ কিছু গড্ডালিকাপ্রবাহের
মতো, মজে আছে দিবানিশি জীবনের
কড়ি মেলাবার তরে ব্যস্ত যেন জমাখরচের
খাতার মধ্যে , কি আসে যায় বিশ্বের সংবাদে
নিজেতে মগ্ন সে যে থাকে অন্যের তফাতে
সর্বদাই স্বার্থমগ্ন যেন বিমুখ সে জন
বৃহৎ জগৎ মাঝে সে শেখেনি বাঁচিতে।

আমি দেখেছি মানুষ কিছু হৃদয় প্রসারি
দূরদৃষ্টি যেন তার সকলের মঙ্গল ভার
অনুক্ষণ মগ্ন থাকে সমাজকল্যাণ তরে
আপনার দুঃখ সব তুচ্ছ মনে করে
জগতের দুঃখ সব নিজেতে সে ধরে।
বিশ্বসংসার মাঝে দৃষ্টি তার সুদূর প্রসারী
নিজেতে বিব্রত নয় নিয়েছে সে বিরাটের ভার
মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদে তার প্রাণ
নিশিদিন মগ্ন সে যে করিতেতাদের ত্রাণ।
বিশ্ব সংসারব্যাপী এই স্বার্থবদ্ধ মানুষের মাঝে
তবুও মানুষের জন্য, এমনও মানুষ কিছু আছে।

এখনও আকাশ আছে

এখনও আকাশ আছে আকাশের মতো
মানুষ রয়েছে আজও মানুষের মতো।
আকাশ মানেই যেন ব্যাপ্তির দিশা
আকাশে যাওয়া তাই মানুষের অভীপ্সা;
আকাশ মানেই যেন মুক্তির বিশালতা
তেমনই মানুষ চায় চিন্তার স্বাধীনতা।

আকাশ মানেই ঈথার, নক্ষত্রমন্ডলের পথ
আকাশ লা আলোর সংবহনের পথ;
আকাশ হলো রাস্তা গ্রহান্তরের দিকে
মানুষের অভিযান সেই গ্রহান্তর মুখে।
দূরকে নিকট করেছে আকাশ আজ
বিজ্ঞানেরই জয় রথে হচ্ছে সকল কাজ;
সীমার মাঝে অসীমতা আকাশেরই দান
সেই অসীমের পানে ছুটছে সকল প্রাণ।
মহাকাশ যান যাচ্ছে চলে গ্রহান্তরের দিকে
দূরের খবর আসছে সব উপগ্রহ থেকে,
মানুষ কেবল যাচ্ছে তফাতে মানুষের থেকে।
তাই আজও আকাশ আছে আকাশের মতো
মানুষ যে রয়েছে ছড়িয়ে মানুষের মতো।

সমাপ্ত